**বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা অনুষ্ঠান**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক  সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ১০ চৈত্র ১৪১৯, ২৪ মার্চ ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মাননাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুবর্গ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

ছোট সোনামণি শিশু কিশোরগণ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং very good morning to you all.

আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব বিদেশি বন্ধুরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান আজকের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আপনাদের মধ্যে সম্মাননা বিতরণ করার কথা ছিল। সেভাবে সব প্রস্ত্ততি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ২০ শে মার্চ আমাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইন্তেকাল করেন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। এই সম্মাননা তাঁর নামেই দেওয়া হচ্ছে। তাঁকেই উৎসর্গ করা হচ্ছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জেলখানায় নিহত জাতীয় চার-নেতাকে। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুধি,

১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির উপর অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে। সেই দুঃসহ কঠিন সময়ে বাংলাদেশের বিপন্ন, অত্যাচারিত ও অসহায় মানুষের আর্তি আপনাদের বিচলিত করেছিল। বহুদূরে থেকেও স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারকামী একটি জনগোষ্ঠীর পাশে এসে দাঁড়াতে আপনারা বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করেননি।

গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজসহ এমন কোন ঘৃন্য অপরাধ নেই যা বাঙ্গালি জাতির উপর নেমে আসেনি। বাঙালি জাতির সেই ক্রান্তিকালে আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল। আপনারা এগিয়ে এসেছিলেন। আপনাদের নিরলস প্রচেষ্ঠায় বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়েছিল।

আমরা এজন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং চিরঋণী। আপনাদের এই ঋণ পরিশোধ করার নয়। তবু কৃতজ্ঞতাবোধ হিসেবে এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা বিদেশী বন্ধুদের পর্যায়ক্রমে সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ নামক এ ভূখন্ডে হাজার বছর ধরে বাঙ্গালি জাতি বসবাস করে আসছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির একটি নিজস্ব জীবনপ্রণালী তৈরি হয়েছে। জাতি, ধর্ম, জলবায়ু এবং আর্থ-সামাজিক নানা উপকরণ বাঙ্গালির এই আলাদা বৈশিষ্ট্য তৈরিতে অবদান রেখেছে।

আমাদের সংস্কৃতির এই সৌন্দর্য অনাদিকাল ধরে বহির্বিশ্বকে আকৃষ্ট করেছে। আমরা বিদেশী প্রভাব গ্রহণ করেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র বজায় রেখে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছি। আমরা আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করি। এ কারণেই সুদীর্ঘকাল যাবত বাঙালি জাতির সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি স্বাধীন এবং আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের।

একটি স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ জাতিসত্তা এবং নবগঠিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও আমরা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেবল বঞ্চনা ও বৈষম্য পেয়েছি। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির  ওপর বারবার আঘাত এসেছে। আমরা অবহেলা, অমর্যাদা ও চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছি।

বাঙ্গালি জাতি তার অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয় অধিকার আদায়ের আন্দোলনে।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। সুযোগ আসে এসব অবিচার সংশোধনের। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে আমাদের উপর অন্যায্য যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

অকুতোভয় বাঙালি জাতি এ নৃশংস আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই অসম যুদ্ধে মানবতাবিরোধী এমন কোন অপরাধ নেই, যা আমাদের জনগণের উপর নেমে আসেনি। আমাদের জনগণ যখন মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত, সেসময় আমরা বিদেশী বন্ধুদের কাছ থেকে অকুন্ঠ সমর্থন পাই। আমাদের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক জনসমর্থন পায়। বিশ্ব গণমাধ্যমে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ব্যাপক প্রচার পায়।

আমাদের বিদেশী মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচারের  বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। আপনারা নিজ নিজ দেশের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করেন।

বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের বিদেশী বন্ধুরা শর্তহীন এবং স্বতঃষ্ফূর্ত সমর্থনের হাত বাড়িয়ে  দেন। এক্ষেত্রে ধনী-গরীব, উন্নত-অনুন্নত কোন ভেদাভেদ ছিল না। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে যেমন এক নজিরবিহীন রক্তপাত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; তেমনি নজিরবিহীন আমাদের বিদেশী বন্ধুদের অকুণ্ঠ সমর্থন।

সুধিবৃন্দ,

সমতা, গণতন্ত্র, সুষম উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত আমাদের সংবিধানে এসব নীতি ও আদর্শের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে।

বাঙ্গালির স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ছিল বিশ্বজনীন মূল্যবোধে উজ্জীবিত একটি সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, উদার ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ যা ব্যক্তি ও সমষ্টির সুপ্ত সৃষ্টিশীলতা বিকাশকে সাহায্য করবে।

আপনাদের আজ আনন্দের সাথে বলতে চাই, আমরা সেপথে অনেকদূর এগিয়ে গেছি। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্বেও দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাপকাঠিতে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের পঞ্চম দেশ। সামাজিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে একটি অনুকরণীয় মডেল। দারিদ্র্য ক্রমেই অপসারিত হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ স্টার পারফরমার হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

বাংলাদেশে আমরা যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছি, নারী শিক্ষা ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছি, তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থাৎ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণে, শিল্প ও বাণিজ্যের নতুন খাত উন্নয়নে, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সুধিবৃন্দ,

আজ যখন ভৌত ও মানবিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে; যখন যুদ্ধাপরাধের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচারের প্রচেষ্টা সফল পরিণতির দ্বারপ্রান্তে, তখন দূর্ভাগ্যজনকভাবে একটি গোষ্ঠি জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে অপব্যবহার করে; সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদী কৌশল অবলম্বন করে এই অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

বিভ্রান্তি ও বিভক্তির বীজ ছড়াবার এই অপপ্রয়াস কখনও বাংলার মানুষ মেনে নেয়নি; ভবিষ্যতেও মেনে নেবে না। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ; ধর্মান্ধ নয়। তাঁরা একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ; ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

এই সংগ্রামে আমরা আপনাদের সমর্থন ও শুভেচ্ছা চাই। আমি নিশ্চিত ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে যেভাবে আপনারা সমর্থন দিয়েছিলেন, আজকেও একইভাবে একটি দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আপনাদের নৈতিক সমর্থন আমরা পাব।

অনেক বন্ধুই ইতোমধ্যে আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন। আমি তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনাদের অনেকেরই বয়স হয়েছে। তবু আপনারা কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনারা ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন। সুন্দর ও সফল হোক আপনাদের সকলের জীবন। চিরস্থায়ী হোক বাংলাদেশের সাথে আপনাদের আত্মিক বন্ধন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।